ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 040 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৪০ ● কলকাতা ● ২৮ মাঘ, ১৪৩২ ● বুধবার ● ১১ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ভবানীপুরে মমতার বিরুদ্ধে বিজেপির সম্ভাব্য প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়!

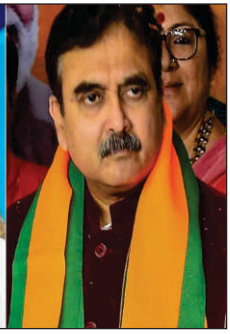

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসন্ন বিধানসভা ভোটে ভবানীপুর কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিজেপির তুরুপের তাস হতে চলেছেন তমলুকের সাংসদ তথা প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে দলের রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে।বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব এবার পাখির চোখ করেছে ভবানীপুর কেন্দ্রকে। এই আসন থেকেই লড়বেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তে প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে ওই কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছেন অমিত শাহ-বিএল সন্তোষরা। সম্প্রতি এক বৈদ্যুতিন

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 199

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

যত সুন্দরই শরীর হোক, প্রিয়জনের শরীর হোক, মৃতের সঙ্গে কেউ থাকতে পছন্দ করে না। সেইজন্যে শরীরের দাম কেবল আত্মার জন্যই। আত্মা চলে যাওয়ার পর শরীরকে নষ্ট করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ আত্মা ছাড়া শরীর বেকার। অনেক ধর্মতে শরীরকে বেশী মহত্ত্ব দেওয়া হয়েছে। শরীরের জন্য দুনিয়ার নিয়ম বানানো হয়েছে।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE • 24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

ফালাকাটায় ফের ব্রাউন সুগার উদ্ধার,গ্রেপ্তার যুবক

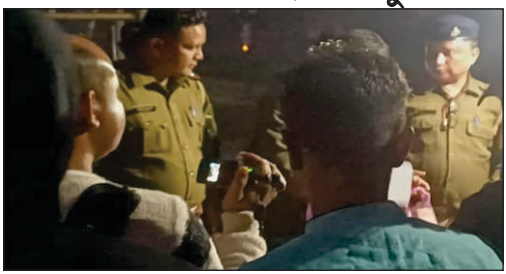

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

ফালাকাটায় মাদকবিরোধী অভিযানে ফের সাফল্য পেল পুলিশ।কয়েকদিন আগেই ব্রাউন সুগারসহ এক যুবক গ্রেপ্তারের ঘটনায় এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল।সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল ফালাকাটা থানার পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,মঙ্গলবার বিকেলে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ফালাকাটা থানার (পিসি) টিম অভিযান চালায়।ফালাকাটা তিন মাইল সংলগ্ন বানিয়ে পাড়া এলাকায় এই বিশেষ তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন সাব-ইনস্পেক্টর সন্দীপন মিত্র এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর তাপস রায়।তল্লাশির সময় সন্দেহভাজন এক যুবকের কাছ থেকে প্রায় ৩৯গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়।সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।ধৃত যুবকের নাম পার্থ সূত্রধর।তিনি ফালাকাটার যোগেন্দ্রপুর এলাকার বাসিন্দা বলে পুলিশ জানিয়েছে। উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্যের আনুমানিক বাজারমূল্য যথেষ্ট বেশি বলেই প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ।ফালাকাটা থানার আইসি প্রশান্ত বিশ্বাস জানান, ফালাকাটা এলাকায় মাদক কারবার রুখতে পুলিশ সর্বদা তৎপর।গোপন সূত্রের ভিত্তিতে নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।পুলিশ আরও জানিয়েছে, ধৃত যুবক এই মাদক চক্রের একমাত্র সদস্য কি না, নাকি এর পেছনে বড় কোনও চক্র কাজ করছে,তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের সন্ধানে তদন্ত চালানো হচ্ছে। ফালাকাটা এলাকায় ধারাবাহিকভাবে মাদক উদ্ধারের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।তাঁদের দাবি, যুবসমাজকে মাদকের কবল থেকে রক্ষা করতে প্রশাসনকে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।পুলিশের এই সাফল্যে অবশ্য অনেকেই স্বস্তি প্রকাশ করেছেন।ফালাকাটা থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাদকবিরোধী লড়াইয়ে সাধারণ মানুষের সহযোগিতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।সন্দেহজনক কোনও কার্যকলাপ নজরে এলে পুলিশকে দ্রুত খবর দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

২৮ ফেব্রুয়ারি বের হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা, জানিয়ে দিল কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের দিন যে পিছিয়ে যাচ্ছে সেই খবর আগেই মিলেছিল। আগে ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের কথা থাকলেও প্রথমে শোনা গিয়েছিল তা পিছিয়ে যেতে পারে ১০ দিন। যদিও কোনও অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি আসেনি। এবার নির্বাচন কমিশনের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল ২৮ ফেব্রুয়ারি বের হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা।

শেষ পর্যন্ত ১৪ দিন পিছিয়ে যাচ্ছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিনক্ষণ। এদিকে আবার নির্বাচন কমিশন সূত্র মারফত যে খবর আসছে তাতে জানা যাচ্ছে আগামী ২ মার্চ বাংলায় হতে পারে ভোট ঘোষণা। বাংলায় তিন দফায় হতে পারে ভোট। উত্তরবঙ্গে এক দফায়। বাকি ভাগে দক্ষিণবঙ্গে হতে পারে ভোট।দেশের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে ইতিমধ্যেই এই নির্দেশিকা চলে এসেছে বাংলার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে।নির্বাচন কমিশনের নতুন সূচি বলছে, যে সমস্ত নোটিস মানুষের কাছে গিয়েছে সেগুলির শুনানি চলবে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। অর্থাৎ ওই দিনই শুনানির শেষ দিন। শুনানির পর সমস্ত নথিপত্র যাচাই, নিষ্পত্তি করার কাজ চলবে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তারপরেও আরও বেশ কিছু ধাপ পেরিয়ে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা বের হবে ২৮ ফেব্রুয়ারি।

২১ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারির এই সময়কালের মধ্যেই ঠিক করা হবে কোন বুথে কী ধরনের তথ্য থাকবে সেই সমস্ত কাজই খতিয়ে দেখা হবে। ইতিমধ্যেই এই নির্দেশিকার প্রতিলিপি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিব সহ ডিজি (আইটি) এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিভাগীয় আধিকারিকদের রাছে পাঠানো হয়েছে। এদিকে এর আগে উত্তর প্রদেশে একমাসের জন্য বেড়েছে সময়সীমা। সে ক্ষেত্রে কেন বাংলার জন্য কেন সময়সীমা বাড়বে না সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল।

অগস্ট নয়, এপ্রিল থেকেই মিলবে যুব সাথীর ১৫০০ টাকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলায় নতুন সরকার গঠনের পর নয়। এপ্রিল থেকেই মিলবে যুব সাথী প্রকল্পের সুবিধা। মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি জানিয়ে দেন, ১ এপ্রিল থেকেই যুব সাথী প্রকল্পে বেকার যুবক-যুবতীদের মাসে দেড় হাজার টাকা দেওয়া হবে। যে প্রকল্পটি ১৫ অগস্ট শুরু হওয়ার কথা ছিল।তারপর আবার খতিয়ে দেখা হবে।নতুন এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে কীভাবে আবেদন করতে হবে? যুব সাথী প্রকল্পের আবেদন নিয়ে এদিন মমতা বলেন, "২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে একটি করে ক্যাম্প হবে। অর্থাৎ রাজ্যজুড়ে ২৯৪টি ক্যাম্প হবে। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ওই ক্যাম্পে এসে আবেদন করতে পারবেন। আমরা কাগজে এই নিয়ে বিজ্ঞাপন দেব।" ফেব্রুয়ারি থেকেই ক্যাম্প শুরু হচ্ছে। আবেদন খতিয়ে দেখে ১ এপ্রিল থেকেই এই প্রকল্পে বেকার যুবক-যুবতীরা টাকা পাবেন বলে তিনি জানিয়ে দেন।সেটাই এগিয়ে আনার কথা এদিন ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। আবেদনপত্র গ্রহণের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হবে বলেও এদিন জানান তিনি। কয়েকদিন আগে বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনে অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করতে গিয়ে যুব সাথী প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন স্বাধীন

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

অগস্ট নয়, এপ্রিল থেকেই মিলবে যুব সাথীর ১৫০০ টাকা

দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি জানিয়েছিলেন, ২১ বছর বয়স থেকে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত মাধ্যমিক পাশ বেকার যুবক-যুবতীদের পাঁচ বছরের জন্য মাসে দেড় হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। আগামী অগস্ট থেকে এই প্রকল্প শুরুর কথা জানান তিনি। অন্তর্বর্তী বাজেটে এই ঘোষণা করা যায় কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের আর একশো দিনও বাকি নেই। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যাবে নতুন সরকার গঠনের পর। নতুন সরকার গঠনের পর বাজেট পেশ হবে। সবমিলিয়ে এই প্রকল্প নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। এই পরিস্থিতিতে এদিন নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তিনি জানান, ১ এপ্রিল থেকে নতুন অর্থবর্ষ শুরু হচ্ছে। ফলে যুব সাথী প্রকল্পের টাকা ১ এপ্রিল থেকেই দেওয়া হবে। পাঁচ বছর দেওয়া হবে।

(১ম পাতার পর)

অগস্ট নয়, এপ্রিল থেকেই মিলবে যুব সাথীর ১৫০০ টাকা

সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মমতার বিরুদ্ধে বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আদৌ লড়াইয়ের সদিচ্ছা রয়েছে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তমলুকের সাংসদ। তাতে খানিকটা চটেছেন পদ্মের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিজেপির এক শীর্ষ নেতার কথায়, 'অভিজিৎ যদি সত্যি বাংলা থেকে মমতা জমানার অবসান চান, তাহলে তার উচিত মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রার্থী হওয়া। নন্দীগ্রামে যেমন শুভেন্দু অধিকারী চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন, তেমনই চ্যালেঞ্জ নেওয়া উচিত প্রাক্তন বিচারপতির। উনি দাঁড়ালে বিজেপির ভোট তো পাবেনই, পাশাপাশি বামেদের ভোটও পাবেন। কেননা, বামপন্থীরাই তো তাঁকে বিচারপতি থাকাকালীন 'ভগবান' হিসাবে তুলে ধরেছিলেন। নিশ্চয়ই ভগবানকে ভোট দেবেন বিপ্লবী বামেরা। উনি জিতলে যেমন জায়ান্ট কিলার হতে পারবেন, পাশাপাশি হারলেও খুব একটা ক্ষতি নেই। কেননা সাংসদ তো থেকে যাবেন।'রাজ্য নেতৃত্বও জানিয়ে দিয়েছে, মমতার বিরুদ্ধে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রার্থী করা হলে জোর লড়াই দেওয়া যাবে। এ বিষয়ে তমলুকের সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছিল 'এই মুহূর্তে ডট কম।' যদিও প্রাক্তন বিচারপতি জানিয়েছেন, দল এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কোনও আলোচনা করেনি। বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত করা শুরু করেছে। বিদায়ী বিজেপি বিধায়কদের মধ্যে যাদের টিকিট দেওয়া হবে না, তাদের বিকল্প খোঁজা যেমন শুরু হয়েছে, তেমনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতাদের বিরুদ্ধেও যোগ্য প্রার্থীদের বাছাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে সম্ভাব্য পছন্দের তিন প্রার্থীর তালিকা যেমন তৈরি হচ্ছে, তেমনই সম্ভাব্য অপছন্দের (যাদের কোনও ভাবেই প্রার্থী করা যাবে না) তালিকাও প্রস্তুত করা হচ্ছে।

সৌদি আরবের রিয়াধে ওয়ার্ল্ড ডিফেন্স শো ২০২৬ – এ দেশীয় প্রতিরক্ষা শক্তিকে তুলে ধরল ভারত

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

সৌদি আরবের রিয়াধে ৮-৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে ওয়ার্ল্ড ডিফেন্স শো (ডব্লিউডিএস) ২০২৬ – এ উচ্চ পর্যায়ের ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী সঞ্জয় শেঠ। প্রদর্শনীতে এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন করেন তিনি। সেইসঙ্গে, ডব্লিউডিএস – এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ব অভ্যাগতদের সঙ্গে যোগ দেন। ভারত এই প্রদর্শনীতে প্রতিরক্ষা শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র এবং বেসরকারি সংস্থাগুলি তাদের উৎপাদিত সামগ্রী তুলে ধরেছে। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সৌদি আরব মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রি এবং সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রদর্শনী স্থলগুলি ঘুরে দেখেন। সৌদি আরবের সহকারী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডঃ খালেদ বিন হুসেন আল-বিয়ারির সঙ্গে দু'দেশের মধ্যে সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতা ও উদ্যোগ বাড়ানো নিয়ে তাঁর কথা হয়েছে। সেইসঙ্গে, তিনি সৌদি আরবিয়ান জেনারেল অথরিটি ফর ডিফেন্স ডেভেলপমেন্টের গভর্নর (জিএএমআই) ডঃ ফালহে বিন আব্দুল্লা আল সুলেমনের সঙ্গেও

এরপর ৬ পাতায়

ভোটের আগেই আমলা-পুলিশ বদল! সময়সীমা বেঁধে দিল কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজার আগেই প্রশাসনিক স্তরে বড়সড় রদবদলের নির্দেশ দিল ভারতের নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচ ভোটমুখী রাজ্যের নির্বাচনী কাজে যুক্ত আধিকারিকদের বাধ্যতামূলক বদলি ও পোস্টিং নীতি দ্রুত কার্যকর করার জন্য কড়া নির্দেশ জারি করেছে কমিশন। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই বদলি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও অসম, কেরল, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরির বর্তমান বিধানসভার মেয়াদ আগামী মে-জুন মাসে শেষ হতে চলেছে। সেই সময়সীমার কথা মাথায় রেখেই আগাম এই প্রশাসনিক প্রস্তুতি শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন। রাজনৈতিক মহলের মতে, সুষ্ঠু ও অবাধ ভোট পরিচালনা করতেই এই ত্বরিত পদক্ষেপ। কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, জেলা স্তরের প্রশাসনিক আধিকারিক, পুলিশ কর্তা এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত কর্মীদের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য হবে। এমনকি আবগারি দপ্তরের নির্দিষ্ট পদমর্যাদার আধিকারিকদেরও এই বদলি প্রক্রিয়ার আওতায় আনা হয়েছে। কমিশনের স্পষ্ট বার্তা, ভোটের ময়দানে স্বচ্ছতা

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

২ মার্চেই ভোট ঘোষণা?

এসআইআর বা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরই রাজ্যে বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতে পারে-এমনটাই রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা। ইতিমধ্যেই রাজ্য নির্বাচন কমিশন ভোটের প্রস্তুতি প্রায় শেষ করেছে বলে সূত্রের দাবি। সাম্প্রতিক আলোচনায় উঠে আসছে, মার্চ মাসের শুরুতেই ভোটে ঘোষণা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।এছাড়াও কিছু স্পর্শকাতর জেলায় বিশেষ নজর রাখছে নির্বাচন কমিশন। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম, কোচবিহার এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে সূত্রের দাবি। ভোটের দফা চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রাপ্যতা বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াবে। পর্যাপ্ত বাহিনী পাওয়া গেলে তবেই কম দফায় ভোটে সম্ভব বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।এই সমস্ত বিষয় নিয়েই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠক করবেন। সেখান থেকে অনুমোদন মিললেই ভোটের চূড়ান্ত সূচি প্রকাশ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি।

ভোটের দফা নিয়েও চলছে জোর আলোচনা। শোনা যাচ্ছে, এবারে কম দফায় ভোট করার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। কিছু ক্ষেত্রে এক দফা বা দুই দফায় ভোট করার প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে খবর। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নির্ভর করছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের উপরেই।অন্যদিকে সম্ভাব্য সূচি অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে এক দফায় ভোট করানোর পরিকল্পনা থাকতে পারে। দক্ষিণবঙ্গে আবার দুই দফায় ভোটের সম্ভাবনার কথাও শোনা যাচ্ছে। কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি এবং নদিয়ার ভোটে একসঙ্গে হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামকে আলাদা দফায় রাখা হতে পারে।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চোদ্দতম পর্ব)

এইদিনই কুমারী রূপে তাঁর পুজো করা হয়। দশমীতে মায়ের ষোড়শী বেশ। মা দুর্গা এদিনই পাড়ি দেন কৈলাসে। চারদিন বৈচিত্রের মধ্যে দিয়েই শেষ হয় এই অভিনব পুজো। প্রতিমার বিসর্জন হয় না। এই আশ্রমে শুধু ঘট বিসর্জনই রীতি। এইসব রীতি-রেওয়াজ মধ্যেই মা সারদা হলেন ব্রহ্মবিদ্যা-র আঁধারস্বরূপ। তাঁর মাধ্যমে রামকৃষ্ণ তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। দক্ষিণেশ্বরে মা ঠাকুরের পদসেবা করার সময় বিনীত প্রশ্ন পেশ করেছেন, 'আমাকে কি বলে মনে মনে হয়।' শ্রীশ্রী ঠাকুরের তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া ছিল, 'যে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

ভোটের আগেই আমলা-পুলিশ বদল! সময়সীমা বেঁধে দিল কমিশন

বজায় রাখতে কোনওরকম আপস করা হবে না।

নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, কোনও আধিকারিক যদি নিজের জেলায় কর্মরত থাকেন অথবা গত চার বছরের মধ্যে তিন বছর বা তার বেশি সময় একই জেলায় কাটিয়ে থাকেন, তবে তাঁকে অবিলম্বে সরিয়ে দিতে হবে। শুধু তাই নয়, যে সমস্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে অতীতে নির্বাচনী কাজে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে বা যাঁদের বিরুদ্ধে কোনও মামলা বিচারাধীন রয়েছে, তাঁদেরকে নির্বাচনের কোনও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রাখা যাবে না বলে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবারের নির্দেশিকায় আধিকারিকদের জন্য কিছু কঠোর শর্তও আরোপ করা হয়েছে। প্রত্যেক আধিকারিককে হলফনামা দিয়ে ঘোষণা করতে হবে যে, তিনি কোনও রাজনৈতিক নেতা বা প্রার্থীর নিকটাত্মীয় নন। পাশাপাশি, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলা নেই- এই মর্মেও শংসাপত্র জমা দিতে হবে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

একটি একজটা ও অপরটি মহাচীন তারা। একজটার অনেকগুলি নীলমূর্তি আছে তাহার ভিতর বিদ্যুজ্জ্বালা-করালীর বারটি মুখ ও চব্বিশটি হাত আছে। দ্বিতীয় মহাচীন তারা একমুখা, চতুর্ভুজা। শববাহনা এবং ভয়ঙ্কর দর্শনা" (৭১)।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের ওপর ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাবে রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রীর জবাবি ভাষণ

(শেষ পর্ব)

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর ২০২৫

উন্নত ভারতের সেই শক্ত ভিত গড়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি কাজ করছেন। তিনি বলেন, বিগত ২৫ বছরে এমন একটা অধিবেশনও যায়নি যেখানে তাঁকে লক্ষ্য করে অপমানজনক কথা বলা হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ৩৭০ ধারার বিলোপ ঘটিয়ে তিনি উত্তর পূর্বাঞ্চলে শান্তি ও উন্নয়ন নিয়ে এসেছেন। পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের ঘরে ঢুকে জবাব দিয়েছে অপারেশন সিঁদুর। মাও সন্ত্রাসের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করা হয়েছে এবং অন্যায়ভাবে সিন্ধু জলবন্টন বন্ধ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হতে দেখায় বিরোধী দলের মধ্যে হতাশা ক্রমবর্ধমান। তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারকে নিজেদের পরিবারের উত্তরাধিকার বলে মনে করে এবং অন্য কেউ সে আসনে বসুক তা তাঁরা দেখতে চান না। তিনি বলেন, বিরোধীদের দশকের পর দশক ক্ষমতায় থাকার সুযোগ পেয়েছে। গরিবি হটাও শ্লোগান তুলে দেশকে বিপথে চালিত করেছে। গরিবি হটাওয়ের কথা বললেও তা কেবল শ্লোগানেই থেকে গেছে কাজের কাজ কিছু হয়নি। তাঁর সময়কালে ২৫ কোটি পরিবারকে দারিদ্র সীমার ওপরে তুলে আনা হয়েছে বলে জানান শ্রী মেদি। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের পথে এই মানুষেরা এখন পায়ে পা মিলিয়ে চলেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালের আগে অরক্ষিত রেলওয়ে ক্রসিংয়ের জন্য দুর্ঘটনায় অনেক মানুষের মৃত্যু হত। এমনকি একটা স্কুল বাসের সঙ্গে ট্রেনের ধাক্কায় শিশুদের মমান্তিক মৃত্যুর কথাও তুলে ধরেন তিনি। এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব ছিলনা। কিন্তু বিরোধী সরকার এ ব্যাপারে চোখ বুজেছিল। শ্রী মোদী আরও বলেন, ২০১৪ সালের আগে ১৮০০০ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। কিন্তু তাঁর সরকার ক্ষমতায় আসার পর সমস্ত গ্রামে এখন বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে।

তিনি বলেন, আগে খবরের কাগজের হেডলাইনে দেখা যেত সীমান্তে সেনাদের গোলাগুলির অভাব, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট নেই, উপযুক্ত জুতো ছাড়াই সেনারা বরফের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কিন্তু তাঁর সরকার দেশের অর্থ ভান্ডারকে সেনাদের জন্য খুলে দিয়েছেন। তাঁদের যা কিছু প্রয়োজন তা মেটানোকে সরকার তার সংকল্প হিসেবে গ্রহণ করেছে।

শ্রী মোদী বলেন, উত্তর প্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সংসদে একবার তাঁর রাজ্যের শিশুদের দুর্গতির কথা বলতে গিয়ে আক্ষেপ করেন। অসংখ্য শিশু এনসেফালাইটিস রোগে মারা যাচ্ছিল। অথচ তৎকালীন সরকার চোখ বন্ধ করে ছিল। তিনি বলেন, তাঁর সরকার দেশকে এনসেফেলাইটিস থেকে মুক্ত করেছে এবং ট্রাকোমা চোখের রোগের হাত থেকেও দেশকে মুক্ত করা হয়েছে। এটাই তাঁর সরকারের সংকল্প বলে তিনি জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অতীতের সরকারগুলি রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা চালিত হত। তাঁর সরকারও রিমোটে চালিত হয়, কিন্তু সেই রিমোট হচ্ছে দেশের ১৪০ কোটি মানুষ, তাঁদের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা এবং যুব সম্প্রদায়ের সংকল্প। মুদ্রা যোজনা প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, এতে লক্ষ লক্ষ স্বনিযুক্তির ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে। অতীতের সরকার স্টার্টআপ সংস্কৃতির প্রসারে কোনও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপই নেয়নি। সেই সময়কার হাতে গোনা কয়েকশো স্টার্টআপ থেকে তাঁর সরকারের সময়কালে সেই সংখ্যা ২ লক্ষ ছাপিয়ে গেছে বলে তিনি জানান। শ্রী মোদী বলেন, বিএসএনএল-কে একসময় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হত। কিন্তু তাঁর সরকারের আমলে স্বদেশী ৪জি স্ট্যাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং ভারত বিশ্বজুড়ে দ্রুততার সঙ্গে ৫জি প্রযুক্তি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যার মাধ্যমে যোগাযোগ ও প্রযুক্তির প্রসার হচ্ছে।

তিনি বলেন, গরিবের জন্য কাজ করা তাঁর কাছে সৌভাগ্যের। ৪ কোটি গরিব পরিবারকে পাকা গৃহ, বিদ্যুৎ, জল, গ্যাস সিলিন্ডার এবং শৌচালয়ের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ মহিলারা নিজেদের গর্বের সঙ্গে 'লাখপতি দিদি' বললে রূপান্তর প্রকৃতই পরিলক্ষিত হয়। শ্রী মোদী বিরোধী দলের চৌর্যবৃত্তিকে বংশানুক্রমিক পেশা হিসেবে আখ্যা দিয়ে গুজরাটি মহাত্মা গান্ধীর পদবী হরণের কথাও উল্লেখ করেন। দেশের মানুষ তাঁদের এই চালাকির উপযুক্ত জবাব দিয়েছে। তাঁর সরকার উন্নত ভারত গড়ে তোলার স্বপ্নকে দেশের মানুষের জাতীয় সংকল্প হিসেবে গড়ে তোলার পথে দেশের মানুষকে যুক্ত করেছে। বিরোধীরা ২০৪৭-এর এই দিশাপথ নিয়েও সন্দিহান বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। শ্রী মোদী বলেন, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, ফিনটেক, ইউপিআই এইসব নিয়েও সন্দেহবাতিকরা কটাক্ষ করেছিল। কিন্তু ৩ বছরের মধ্যে ভারত প্রমাণ করে দেখিয়েছে মানুষের হাতের মোবাইলে প্রকৃত শক্তি লুকিয়ে। সেই মোবাইল থেকেই ইউপিআই-এর মাধ্যমে লেনদেন সম্পন্ন হচ্ছে।

শ্রী মোদী বলেন, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে ক্রমাগত কাজ করে যেতে হবে। তিনি বলেন, ২০৪৭-এর মধ্যে উন্নত ভারতের লক্ষ্য অর্জনে এই ২৫ বছরে ৫টি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যেই বাজেট বরাদ্দও হচ্ছে। তিনি বলেন, নির্বাচন আসবে-যাবে, কিন্তু রাষ্ট্র মহান এবং সর্বোত্তম। ভারতের যুব সম্প্রদায়ের হাতে সমৃদ্ধ ভারত তুলে দেওয়া তাঁর অঙ্গীকার। তিনি বলেন, মহাকাশ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সাগর, স্থল, অন্তরীক্ষ এবং বহিঃস্থ মহাকাশে নতুন উদ্দীপনা ও শক্তির সঙ্গে ভারত এগিয়ে চলেছে। গ্রীন হাইড্রোজেন, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং এআই মিশনের লক্ষ্যে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সারা বিশ্ব এখন ভারতের শক্তির প্রতি আস্থাশীল। দুর্লভ ধাতু এবং বিরল মৃত্তিকার ওপরও এখন আলোকপাত করা হচ্ছে, যা ভূ-রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে পরিগণিত।

শ্রী মোদী বলেন, ভারতে এখন প্রভূত পরিমাণ বিদেশী বিনিয়োগ হচ্ছে, যা ভারতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, ভারতে তারুণ্যের মেধা এবং প্রতিশ্রুতিময় পথের প্রতি এক দিশা। কেউ কেউ হয়তো বুঝতে পারছেন না যে ভারত কেন উন্নত দেশ হয়ে ওঠার কথা বলছে। কিন্তু সারা বিশ্ব বুঝছে যে ভারত সঠিক পথেই এগিয়ে চলেছে। তারা এখন দ্রুত বিনিয়োগ নিয়ে ভারতে আসতে চাইছে। শ্রী মোদী বলেন, আগামীদিন ভারতের জন্য সম্ভাবনায় ভরপুর। তিনি সাংসদদের আহ্বান জানান, যাতে তাঁরা তাঁদের সংসদীয় ক্ষেত্রে উন্নয়নের সঙ্গে কোনও রকম সমঝোতা না করেই সুযোগকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। জনগণ কেন্দ্রিক উদ্ভাবন, গবেষণা ভারতকে বিশ্ব মানচিত্রে উজ্জ্বল স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবে এই নয়, 'মেড ইন ইন্ডিয়া, মেড ফর দ্য ওয়ার্ল্ড' -এই ধ্বনি সারা বিশ্বজুড়ে ভারতের সুখ্যাতিতে মুখরিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, তিনি যাতে বলতে না পারেন, বিগত এক দশকে ৫-৬ বার এরকম চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তিনি যদি শুরু করেন, তিনি থামতে জানেন না।

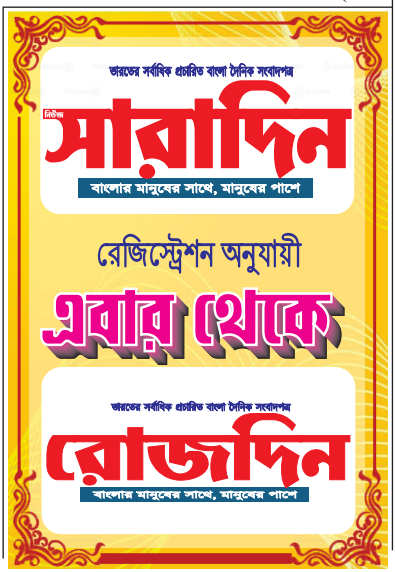

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

বস্ত্র শিল্পের উপর প্রভাব

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

অভ্যন্তরীণ বস্ত্র ও পোশাক শিল্পকে প্রতিযোগিতামুখী করতে যে নানাধরনের সংস্কারমূলক প্রয়াস হাতে নেওয়ার ফলে বস্ত্র ও পোশাক শিল্পে ভারতের আমদানী নির্ভরতা, এমনকি তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রেও ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে আগের বছরের ঐ সময়ের তুলনায় ১৩.৯ শতাংশ কমে গেছে। এই সময়কালে বাংলাদেশ থেকে বস্ত্র, পোশাক ও তৈরি পোশাকে আমদানী দাঁড়ায় ৭০৫.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ভারত ২০২৪ সালে বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম বস্ত্র ও পোশাক রপ্তানীকারী দেশ। ২০২৫ – এর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর সময়কালের মধ্যে রেকর্ড পরিমাণ রপ্তানী দাঁড়ায় ২৭,৩১২.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বস্ত্র ক্ষেত্রেও রপ্তানী ঐ একই সময়কালের তুলনায় ১০০-রও বেশি গন্তব্যে পাঠানো গেছে। এরফলে, নতুন নতুন বাজারে প্রবেশ এবং রপ্তানী বৈচিত্র্যে প্রসার পরিলক্ষিত হচ্ছে। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা বাড়াতে সরকার বস্ত্র ও পোশাক শিল্পে বাস্তবমুখী নানা উদ্যোগ হাতে নিয়েছে।

ভারত সাম্প্রতিক সময়কালে ১৬টি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এর মধ্যে রয়েছে, ভারত – ওমান মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, নিউজিল্যান্ড এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে। এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির উদ্দেশ্য হ'ল – শুল্ক হ্রাস ও অ-শুল্কজাত বাধাকে দূর করা। এর পাশাপাশি, বাণিজ্য পদ্ধতি সরলীকরণ এবং কাঠামোগত বাধা দূর করে ভারতীয় রপ্তানীকারীদের জন্য বাজারের নতুন নতুন সুযোগ গড়ে তোলা।

রপ্তানী প্রসারের অঙ্গ হিসেবে যে সমস্ত প্রকল্প ও উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে – পিএম মেগা ইন্টিগ্রেটেড টেক্সটাইল রিজিয়নস অ্যান্ড অ্যাপারেল (পিএম মিত্র পার্ক)। এর উদ্দেশ্য হ'ল – বিশ্বমানের বস্ত্র পরিকাঠামো গড়ে তুলে উৎপাদন-ভিত্তিক ভর্তুকির সুযোগ তাতে পৌঁছনো। সেইসঙ্গে, গবেষণা ও উদ্ভাবনে প্রসার ঘটানো। সমর্থ প্রকল্প বস্ত্র ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গৃহীত। চাহিদা-ভিত্তিক দক্ষতা প্রসার কর্মসূচিকে এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। সিল্ক সমগ্র-২ এই সর্বাত্মক উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে রেশম শিল্পে একটি মূল্য-শৃঙ্খল গড়ে তোলা হয়েছে। এর পাশাপাশি, জাতীয় তাঁত উন্নয়ন কর্মসূচি, হস্তশিল্প উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে ক্লাস্টার-ভিত্তিক উন্নয়ন হাতে নেওয়া হয়েছে। সরকার রপ্তানীকারীদের ঋণ নিশ্চয়তা প্রকল্প অনুমোদন করেছে। প্রথম সারির প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ১০০ শতাংশ ঋণ নিশ্চয়তা প্রদান করছে ন্যাশনাল ক্রেডিট গ্যারান্টি ট্রাস্টি কোম্পানী লিমিটেড। এমএসএমই সহ যোগ্য রপ্তানীকারীদের এই ঋণের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী পবিত্র মার্গারিটা।

(৩ পাতার পর)

সৌদি আরবের রিয়াধে ওয়ার্ল্ড ডিফেন্স শো ২০২৬ – এ দেশীয় প্রতিরক্ষা শক্তিকে তুলে ধরল ভারত

সাক্ষাৎ করেন এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত বিশ্ব রপ্তানী হাব হয়ে উঠছে বলেও জানান। সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের তিনি ভারতের গবেষণা উন্নয়ন সুযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভারতীয় প্যাভেলিয়ন ঘুরে দেখার আমন্ত্রণ জানান।

দু'দেশের মধ্যে কৌশলগত সহযোগিতা এবং সরবরাহ-শৃঙ্খল পরিমণ্ডলকে শক্তিশালী করতে তাঁর সঙ্গে জিএএমআই – এর গভর্নরের আলোচনা ভারতে প্রতিরক্ষা সক্ষমতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তাঁদের ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। 'মেক ইন ইন্ডিয়া, মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড' এই দৃষ্টিভঙ্গী রূপায়ণে ভারত ও সৌদি আরব উভয় দেশই যাতে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারে, তা নিয়ে সহযোগিতা বিন্যাসের উপর গুরুত্ব দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য স্থল দিরিয়াহ-ও সফর করেন। পরে, ভারতীয় দূতাবাসে প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে ভাষণও দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মহিলা সশক্তিকরণ, স্বাস্থ্য, ডিজিটাল সাক্ষরতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতের বিকাশকে তুলে ধরেন তিনি। সৌদি আরবে বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায়কে দেশের উন্নয়নকল্পে যোগদানে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

জলযান নজরদারি ব্যবস্থাপনা

নতুন দিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

কেন্দ্রীয় সরকারের মৎস্যচাষ দফতর প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা (পিএমএমএসওয়াই) –এর আওতায় মাছ ধরার জলযানগুলির সঙ্গে যোগাযোগ এবং তাদের সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত জাতীয় স্তরের একটি প্রকল্প (ন্যাশনাল রোল আউট প্ল্যান ফর ভেসেল কমিউনিকেশন অ্যান্ড সাপোর্ট সিস্টেম - ভিএসএস) –এ অনুমোদন দিয়েছে। এর লক্ষ্য ১৩ টি উপকূলীয় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এক লক্ষ যন্ত্রচালিত মাছ ধরার জলযানে দেশজ ট্রান্সপন্ডার বসানো। এজন্য বরাদ্দ হয়েছে ৩৬৪ কোটি টাকা। এই নজরদারি প্রণালী তৈরি হচ্ছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার প্রযুক্তি সহায়তার মাধ্যমে। ভিএসএস হল একটি উপগ্রহ ভিত্তিক দ্বিমুখী যোগাযোগ প্রণালী – যার মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার সময় বিপদে পড়লে মৎস্যজীবীরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তা জানাতে পারবেন, আবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে আবহাওয়া, আন্তর্জাতিক জলসীমা, মাছ ধরার নিষিদ্ধ এলাকা ও প্রযোজ্য বিধি সম্পর্কে তাঁদের ওয়াকিবহাল রাখা হবে নভমিত্র অ্যাপের মাধ্যমে। এই প্রকল্পের আওতায় ৪৯ হাজার ট্রান্সপন্ডার বসানোর কাজ শেষ হয়েছে।

ভারত সরকার মাছ ধরার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর বিভিন্ন পদ্ধতি নিষিদ্ধ করেছে। ইন্ডিয়ান এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোনে কৃত্রিম আলো বা এলইডি ব্যবহার করা এখন বারণ। এইসব বিধি অমান্য করলে ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব নিকটবর্তী রাজ্য প্রশাসনের। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মেরিন ফিসারিজ রেগুলেশন অ্যাক্ট প্রযোজ্য। বিধি বহির্ভূতভাবে মাছ ধরার চেষ্টা চোখে পড়লে উপকূলরক্ষী বাহিনীর জাহাজ তা জানিয়ে দেয় সংশ্লিষ্ট রাজ্য প্রশাসনকে।

লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের উত্তরে একথা জানিয়েছেন মৎস্যচাষ, পশুপালন এবং দুগ্ধ উৎপাদন দফতরের মন্ত্রী শ্রী রাজীব রঞ্জন সিং ওরফে লালন সিং।

সিনেমার খবর

ঘুম থেকে উঠে ভাবি, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপগুলো ডিলিট করে ফেলব: আলিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মাঝে মাঝেই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার কথা ভাবেন বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। বিশেষ করে মা হওয়ার পর থেকে তার মাথায় এ ধরনের চিন্তা আরও বেশি করে ঘোরে। তবে ভক্তদের কথা চিন্তা করে তা আর হয়ে ওঠে না।

সম্প্রতি এমনটাই খোলাসা করেছেন বলিউডের এ 'গাঙ্গুবাই'। এক সাক্ষাৎকারে আলিয়া বলেন, এমন কিছুদিন আসে যখন আমি ঘুম থেকে উঠে ভাবি, ঠিক আছে, আমার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপগুলো ডিলিট করে ফেলা উচিত। বিশেষ করে রাহার মা হওয়ার পর। এমন অভিনেত্রী হওয়া উচিত যে শুধু অভিনয় করে। কিন্তু এটা হলে যারা আপনার পাশে থেকেছেন তাদের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার মতো একটা বিষয় হবে। আর তাই আমি তা করতে পারি না।

আলিয়া আরও বলেন, আমার ব্যক্তিগত জীবন এখনো খুবই ব্যক্তিগত রাখতে পছন্দ করি। কিন্তু এটা খুবই কঠিন। আমার ছবির অ্যালবাম রাহায় ভরা। আমার ছবিগুলো ধরে রাখার জন্য আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হচ্ছে।

আলিয়া আরও জানান, মাতৃত্ব তার জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে। এতে তার মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন এসেছে।

সামনে আলিয়াকে দেখা যাবে 'আলফা' এবং 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' ছবিতে। অ্যাকশনধর্মী ছবি 'আলফা'-তে তার সঙ্গে অভিনয় করছেন শর্বরী ও ববি দেওল। অন্যদিকে, সঞ্জয় লীলা বানসালি পরিচালিত 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'-এ আলিয়ার সহশিল্পী ভিকি কৌশল ও রণবীর কাপুর।

সালমানের আগে এক সুপারমডেলের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন ঐশ্বরিয়া?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা সালমন খান ও ঐশ্বরিয়া রায় বচ্চনের সম্পর্ক নিয়ে এখনও দর্শকমনে কৌতূহলের শেষ নেই। দু'জনেই এখন নিজেদের জীবনে অনেকটা এগিয়ে গেছেন। কিন্তু তারপরও এখনও তাদের নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে।

সম্প্রতি, এক আলোচনায় উঠে এল ঐশ্বরিয়ার পুরনো সম্পর্কের নানা কাহিনি। প্রযোজক-পরিচালক শৈলেন্দ্র সিং ভাগ করে নিলেন এমনই এক ঘটনা।

সালমান এবং ঐশ্বরিয়ার সম্পর্ক খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন তিনি। এখন সালমানের সঙ্গে তেমন বন্ধুত্ব না থাকলেও এক সময় ভাইজানের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল তার। সেই সম্পর্ক না থাকলেও স্মৃতিগুলো মাঝে মাঝেই ভিড় করে আসে। পরিচালক বলেন, "সালমান-ঐশ্বরিয়ার সম্পর্ক ছিল হিংস্র প্রেমের কাহিনি। তখন নায়িকা থাকতেন শচীন টেন্ডুলকারের আবাসনেই। মাঝে মাঝেই সালমান যাতায়াত করতেন। অনেকেই সেই কাহিনি জানেন। আমি যদিও ঐশ্বরিয়াকে চিনতাম ওর আগের সম্পর্ক থেকে। যদিও কোনও দিন আমাদের বন্ধুত্ব হয়নি।"

ইন্ডাস্ট্রিতে ঐশ্বরিয়ার প্রেমের কাহিনি নিয়েও আলোচনা করেন পরিচালক। তিনি জানান, ইন্ডাস্ট্রিতে খুব বেশি সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন ঐশ্বরিয়া, ঘটনা এমন নয়। বরং নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে সবকিছুর আড়ালেই রাখতে চাইতেন অভিনেত্রী।

পরিচালক বলেন, "সালমানের আগে ঐশ্বরিয়া সম্ভবত সুপারমডেল রাজীব মুলচান্দানির সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন। কিন্তু সেই সম্পর্ক নিয়ে যে খুব আলোচনা হয়েছিল, তা নয়।" তারপর সালমানের সঙ্গেও বন্ধুত্ববিচ্ছেদ হয় পরিচালক শৈলেন্দ্রের।

পুত্র-কন্যা সন্তানের বাবা হলেন রাম চরণ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফের বাবা হলেন দক্ষিণ ভারতীয় তারকা রাম চরণ ও তার স্ত্রী উপাসনা। তাদের ঘরে জন্ম নিয়েছে এক ছেলে ও এক মেয়ে।

রাম চরণের বাবা মেগাস্টার চিরঞ্জীবী আনন্দের খবর জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট দিয়েছেন। এক্সে (টুইটার) দেওয়া পোস্টে এই তারকা লেখেন—"অপরিসীম আনন্দ-কৃতজ্ঞতায় হৃদয়টি ভরা। আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, রাম চরণ ও উপাসনা যমজ সন্তানের আশীর্বাদপুষ্ট হয়েছে। তাদের একটি শিশু পুত্র, অন্যটি কন্যা। নবজাতকেরা ও মা উভয়ই সুস্থ আছেন।"

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিরঞ্জীবী লেখেন, দাদা-দাদি হিসেবে পরিবারে এই ছোট বাচ্চাদের স্বাগত জানানো মুহূর্তটি আমাদের কাছে ভীষণ আনন্দের এবং ঐশ্বরিক আশীর্বাদ। সকলের প্রার্থনা, ভালোবাসা, আশীর্বাদ এবং শুভকামনার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

চিরঞ্জীবীর পোস্টের পরপরই ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছায় ভরে যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। সবাই নবজাতকদের জন্য আশীর্বাদ ও ভালোবাসা জানাচ্ছেন।

কলেজ জীবন থেকেই একে অপরকে চিনতেন রাম চরণ ও উপাসনা। বন্ধু মহলে তারা ছিলেন আলোচিত। অম্ল-মধুর সম্পর্কে সবাইকে মাতিয়ে রাখতেন। এরপর একসময় রাম চরণ দেশের বাইরে যান। তখন পরস্পরের সঙ্গ মিস করতেন তারা। সবাই ধরেই নিয়েছিল প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন দু'জন। কিন্তু তখনও পরস্পরকে বন্ধুই ভাবতেন তারা।

২০১১ সালের ১১ ডিসেম্বর হায়দরাবাদের টেম্পল ট্রি ফার্মসে রাম চরণ ও উপাসনার বাগদান হয়। ২০১২ সালের ১৪ জুন পরিবার ও ঘনিষ্ঠজনদের উপস্থিতিতে এই জুটির বিয়ে ও বিবাহোত্তর সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। বিয়ের ১১ বছর প্রথম সন্তানের বাবা-মা হন এই জুটি। অর্থাৎ ২০২৩ সালের ২০ জুন কন্যা সন্তানের জন্ম দেন উপাসনা।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

রেকর্ড গড়ে ১০ উইকেটে জিতল নিউজিল্যান্ড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১৭৩ রান করে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে লড়াইয়ের ইঙ্গিত দেয় সংযুক্ত আরব আমিরাত। কিন্তু তাদের করা এই স্কোরকে আমলেই নিলো না কিউইরা। দলের দুই ওপেনার টিম সেইফার্ট ও ফিন অ্যালেনের রেবর্ডগড়া জুটিতে ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে জয় পেয়েছে নিউজিল্যান্ড।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ১৭৪ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে কোনো চাপই নেয়নি নিউজিল্যান্ড। শুরু থেকেই আমিরাতের বোলারদের দিকে আগ্রাসন দেখান কিউই ওপেনাররা। পাওয়ার প্লেতেই আসে ৭৮ রান। এরপর আরও আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে থাকেন ফিন অ্যালেন ও টিম সেইফার্ট। শেষ পর্যন্ত মাত্র ১৫.২ ওভারেই দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেন তারা। মাত্র ৪২ বলে ৮৯ রানে সেইফার্ট ও ৫০ বলে ৮৪ রানে অ্যালেন অপরাজিত থাকেন।

ওপেনিং জুটিতে সেইফার্ট-অ্যালেন মিলে তোলেন ১৭৫ রান। তাতেই হয়েছে রেকর্ড। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে যেকোনো উইকেটে এটাই সর্বোচ্চ রানের জুটি। এর আগে রেকর্ডটি ছিল জস বাটলার ও অ্যালেক্স হেলসের দখলে। দুজন মিলে গড়েছিলেন ১৭০ রানের জুটি।

এদিকে ম্যাচের শুরুতে ব্যাট করতে নামে সংযুক্ত আরব আমিরাত। ৬ বলে ৮ রান করে আউট হন আরিয়ার্ন শর্মা। পরের উইকেটে খেলতে নেমে দলনেতা মোহাম্মদ ওয়াসিমের সঙ্গে ১০৭ রানের জুটি গড়েন আলিসান সারাফু। ফিফটি পূরণের পর ৫৫ রান করে আউট হন সারাফু। এছাড়া হারসিথ কৌশিক ২, মায়াঙ্ক কুমার ২১, শোয়াইব খান ৭ ও মুহাম্মদ আরফান শূন্যরানে আউট হন।

এদিকে শেষ পর্যন্ত খেলে যান অধিনায়ক মোহাম্মদ ওয়াসিম। ফিফটির পূরণের পর ৬৬ রানে অপরাজিত তিনি। মাত্র ৪৫ বলে খেলা তার এই অনবদ্য ইনিংসটি চারটি চার ও তিনটি ছয়ে সাজানো। আর ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭৩ রান করে সংযুক্ত আরব আমিরাত।

নিউজিল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ দুটি উইকেট নেন ম্যাট হেনরি। আর একটি করে উইকেটের দেখা পেয়েছেন চারজন বোলার।

লিডের অলরাউন্ড নৈপুণ্যে নামিবিয়াকে উড়িয়ে দিল ডাচরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ব্যাটে ঝড়, বলে নিয়ন্ত্রিত দাপট সব মিলিয়ে ডাচদের জয়ের নায়ক বাস ডি লিড। তার দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের 'এ' গ্রুপের ম্যাচে নামিবিয়াকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে নেদারল্যান্ডস।

মঙ্গলবার দিল্লির আরুন জেটলি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ১৫৬ রানের লক্ষ্য ১২ বল হাতে রেখেই টপকে যায় ডাচরা। পাকিস্তানের বিপক্ষে হারের হতাশা কাটিয়ে জয়ের পথে ফেরে তারা।

রান তাড়ায় দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন ডে লেডে। চারটি ছক্কা ও পাঁচটি চারে ৪৮ বলে অপরাজিত ৭২ রান করেন তিনি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটি তার পঞ্চম ফিফটি এবং এই বিশ্বকাপে প্রথম। শেষ ওভারে পরপর ছক্কা ও চার মেরে দলের জয় নিশ্চিত করেন এই অলরাউন্ডার।

এর আগে বল হাতেও উজ্জ্বল ছিলেন ডি লিড। পেস বোলিংয়ে ৩ ওভারে মাত্র ২০ রান দিয়ে তুলে নেন দুটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। ব্যাটে-বলে এমন পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে ম্যাচ সেরার পুরস্কার উঠেছে তার হাতেই।

টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় নামিবিয়া। তৃতীয় ওভারে অফ স্পিনার আরিয়ান দত্তের বলে স্টাম্পড হয়ে ফেরেন লরেন স্টিনক্যাম্প। এরপর ইয়ান ফ্রাইলিঙ্ক ও ইয়ান নিকোল লফটি-ইটনের জুটিতে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দেয় দলটি।

দুজনই ফিফটির পথে এগোলেও কেউই তা ছুঁতে পারেননি। ২৬ বলে ৩০ রান করা ফ্রাইলিঙ্ককে ফিরিয়ে ৫০ রানের জুটি ভাঙেন লগান ফন বিক। লফটি-ইটন করেন ৪২ রান।

ডি লিড নিজের দ্বিতীয় বলেই উইকেট তুলে নেন, গেরহার্ড এরাসমাস মিড উইকেটে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন। পরে রুলফ ফন ডার মেরওয়াকেও আউট করেন তিনি। শেষ দিকে দ্রুত রান তুলতে ব্যর্থ হয় নামিবিয়া। শেষ ২৪ বলে আসে মাত্র ৩১ রান।

রান তাড়ায় নেদারল্যান্ডসও শুরুতে উইকেট হারায়। ম্যাক্স ও'ডাউন ও মাইকেল লেভিট ফিরে গেলেও ডে লিড ও কলিন আকারম্যানের জুটিতে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় দলটি। ৩২ রান করা আকারম্যান আউট হলে ৭০ রানের জুটি ভাঙে, তবে ততক্ষণে জয় প্রায় নিশ্চিত।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR